সংবাদ

তারিখ ... 06 OCT 2017 ...
পৃষ্ঠা ... ৭ ... কলাম ... ৩ ...

স্বাধীনভাবে পাঠদান, শিক্ষক হবেন ক্ষমতাবান!

অধ্যক্ষ কাজী ফারুক আহমেদ

'স্বাধীনভাবে পাঠদান, শিক্ষক হবেন ক্ষমতাবান'! ইউনেস্কো নির্ধারিত এ প্রতিপাদ্যে দেশে দেশে গতকাল ৫ অক্টোবর বিশ্ব শিক্ষক দিবস পালিত হয়েছে। তবে ভারতে দিবসটি অন্যান্য বছরের মতো ৫ সেপ্টেম্বর প্রয়াত রাষ্ট্রপতি ড. রাধাকৃষ্ণনের স্মরণে উদযাপিত হয়েছে। বাংলাদেশে পূজা ও আশুরার কারণে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছুটি, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে পরীক্ষা ও বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষা থাকায় এ বছর বিশ্ব শিক্ষক দিবস ৫ অক্টোবর দিনটি ব্যাপকভাবে পালিত হয়নি। বিশ্ব শিক্ষক দিবস জাতীয় উদযাপন কমিটি ১৮ অক্টোবর তা পালনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ৫ অক্টোবর দিবসটি পালিত না হওয়ার আরেকটি মানবিক কারণ মায়ানমার থেকে সর্বস্বান্ত হয়ে রোহিঙ্গা নারী ও শিশুসহ কয়েক লাখ নিরাশ্রয় মানুষের বাংলাদেশে আশ্রয় গ্রহণ। এসব মানুষের করুণ অবস্থার প্রতিকারে জাতীয় শিক্ষক কর্মচারী ফ্রন্ট ও বিভিন্ন শিক্ষক সংগঠন মানববন্ধন, আশ্রয় গ্রহণকারী বিপর্যস্ত মানুষগুলোর প্রতি সংহতি জ্ঞাপক কর্মসূচি পালন করেছে। এখনও করছে। ফ্রন্ট থেকে ৭ সেপ্টেম্বর মায়ানমারে মানবাধিকারের চরম লঙ্ঘনের প্রতিবাদে এবং বিশ্বের শিক্ষক সমাজসহ নারী-পুরুষ সর্বস্তরের জনগণের প্রতি সোচ্চার হওয়ার আহ্বান জানিয়ে শতাধিক দেশের শিক্ষক সংগঠন, জাতিসংঘ ও আন্তর্জাতিক মানবাধিকার কমিশন বরাবর ইমেইলে আবেদন পাঠানো হয়েছে।

পটভূমি ও ২০১৭ প্রতিপাদ্য

১৯৬৬ সালের ৫ অক্টোবর প্যারিসে বিভিন্ন রাষ্ট্রের সরকারসমূহের সম্মেলনে ১৪৫টি সুপারিশসহ 'শিক্ষকদের মর্যাদা সনদ' গৃহীত হয়। পরে জাতিসংঘের আরেক সংগঠন, আইএলও তা অনুমোদন করে। এ ধারাবাহিকতায় ২৮ বছর ধরে আলোচনা পর্যালোচনান্তে ১৯৯৪ সালে ইউনেস্কোর ২৬তম সাধারণ অধিবেশনে তৎকালীন মহাপরিচালক ফেডেরিকো মেয়রের প্রস্তাবক্রমে ৫ অক্টোবরের সুপারিশগুলো স্মরণীয় করে রাখতে ঐদিনে 'বিশ্ব শিক্ষক দিবস' পালনের সিদ্ধান্ত হয়। তবে, ১৯৬৬ সালের সুপারিশমালা ছিল মূলত নার্সারি, কিন্ডার গার্টেন, প্রাথমিক, কারিগরি, বৃত্তিমূলক, চারুকলাসহ স্কুলে পাঠদানকারী শিক্ষকদের জন্য। মাধ্যমিক (উচ্চ) পরবর্তী স্তর সমূহের সুস্পষ্ট উল্লেখ সেখানে ছিল না। এ প্রেক্ষিতে ১৯৯৭ সালের ১৫ থেকে ১৮ সেপ্টেম্বর প্যারিসে ইউনেস্কোর এক বিশেষ অধিবেশনে উচ্চতর স্তরে শিক্ষা দানকারী শিক্ষকদের মর্যাদা সংক্রান্ত সুপারিশ প্রণীত হয়। সিদ্ধান্ত হয় যে, ১৯৬৬ ও ১৯৯৭ সালের উভয় সুপারিশমালা যুগ্মভাবে 'শিক্ষকদের মর্যাদা সনদ' হিসেবে বিবেচিত হবে এবং বিশ্বব্যাপী সর্বস্তরের শিক্ষক ওই সনদের স্মারক দিবস হিসেবে ৫ অক্টোবর প্রতি বছর 'বিশ্ব শিক্ষক দিবস' পালন করবেন।

গত বছর ২০১৬ সালে ১৯৬৬ সালের মর্যাদা সনদের পঞ্চাশ বছর পূর্তি বা সুবর্ণজয়ন্তী পালিত হওয়ার পর এ বছর পূর্তি হচ্ছে ১৯৯৭ সালের সনদের দুই দশক। ইউনেস্কো এ বছরের প্রতিপাদ্য নির্বাচন ও কর্মসূচি গ্রহণ করেছে মূলত বিভিন্ন দেশে উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বিতর্ক, সে সব কর্মসূচিতে বাজেট হ্রাস, বিশেষ মতাদর্শ চাপিয়ে দেয়ার প্রবণতা, গবেষণা কর্মে নিয়োজিত শিক্ষকদের দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ ইত্যাদি প্রতিকূল পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে।

বাংলাদেশ প্রেক্ষিত ও বাস্তবতা

গত চার দশকে বাংলাদেশে শিক্ষকদের আর্থিক অবস্থানের অনুকূল পরিবর্তন হয়েছে। তবে সময় ও বিশ্বের তুলনায় এটা এখনো আশাব্যঞ্জক ও আকর্ষণীয় নয়। মেধাবীরা শিক্ষকতায় আসছে না। অভিজ্ঞ শিক্ষকরা অবসরে চলে যাচ্ছেন। কিন্তু এসব শূন্যস্থান যথাযথভাবে পূরণ হচ্ছে না। মেধাবীদের শিক্ষকতা পেশায় আকৃষ্ট করার জন্য দীর্ঘমেয়াদি ব্যবস্থা নেয়া প্রয়োজন। প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক স্বল্পতাজনিত সংকট, শিক্ষকদের পদোন্নতির ক্ষেত্রে দীর্ঘসূত্রতা, নিপীড়ন ও পাঠদান বহির্ভূত কাজে শিক্ষকদের নিয়োজিত রাখায় ক্ষোভ এবং মাধ্যমিক স্তরে একই সিলেবাসে পাঠদানকারী, একই যোগ্যতার অধিকারী বেসরকারি ও সরকারি শিক্ষকদের মধ্যে পর্বত প্রমাণ বৈষম্য, সরকারি প্রধান শিক্ষকের বেতন বেসরকারির এক ধাপ উপরে। একই চিত্র কলেজ পর্যায়ে। সরকারি শিক্ষকদের পদোন্নতি বেসরকারিদের তুলনায় নিয়মিত। বেসরকারি কলেজে সহকারী অধ্যাপকের উপরে কোন-পদ নেই। বেসরকারি কলেজ অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষ সরকারি কলেজের অধ্যাপক ও সহযোগী অধ্যাপকের মতো সরকারি কোষাগার থেকে একই জাতীয় স্কেলে প্রারম্ভিক (শুধু প্রারম্ভিক ও অন্যান্য সুবিধা বাদে) বেতন পেলেও অধ্যাপক ও সহযোগী অধ্যাপক হিসেবে (পদে) তাদের স্বীকৃতি দিতে সরকারের অনীহা প্রায় অর্ধশতকে পৌঁছেছে। শিক্ষকদের পেশাগত সংগঠন, বাংলাদেশ কলেজ শিক্ষক সমিতি থেকে বেসরকারি অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষকে অধ্যাপক ও সহযোগী অধ্যাপক পদে পদায়ন এবং তার সঙ্গে প্রতি প্রতিষ্ঠানের সিনিয়র মোস্ট শিক্ষকদের মধ্য থেকে অন্তত আর্টসে একজন, সায়েন্সে একজন ও কর্মাসের একজনকে অধ্যাপক, সহযোগী অধ্যাপক হিসেবে পদোন্নতির প্রস্তাব রেখেছিল। কিন্তু কার কথা কে শোনে? তবে সব মত-পথের শিক্ষকদের ধারণা, বাংলাদেশে শুধু একজনকে বিষয়টি যথাযথভাবে বুঝাতে পারলে এ প্রস্তাব কার্যকর হতে পারে। বলাবাহুল্য তিনি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এদিকে অতি সম্প্রতি যশোরে এক নারী শিক্ষক শিক্ষামন্ত্রীর পায়ে পড়ে এমপিও এর জন্য কান্নাকাটি করে উপস্থিত সকলের জন্য এক বিব্রতকর পরিস্থিতি সৃষ্টি করেন। তার দাবি শতভাগ মানবিক এবং দৃষ্টি আকর্ষণে সক্ষম হলেও তাকে শৌভন বলা যায় না। কিন্তু এর জন্য সরকারের মধ্যে সমন্বয়ের অভাব ও সিদ্ধান্তহীনতা যে কোন অংশে কম দায়ী নয় তা বলতে হবে।

অতি সম্প্রতি ইউনেস্কো জাতীয় শিক্ষক নীতি প্রণয়ন, প্রধান শিক্ষককে প্রধান করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠনের যে নির্দেশনা দিয়েছে এবং জাতিসংঘ ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়নের যে ১৭টি লক্ষ্য ঘোষণা করেছে তার মধ্যে ৪ নম্বর যা প্রত্যক্ষভাবে শিক্ষক উন্নয়ন ও শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধির সঙ্গে সম্পর্কিত, দেশের শিক্ষক সংগঠনগুলো তাদের পেশাগত কর্মসূচিতে সেসবের বেশ কয়েকটি অন্তর্ভুক্ত করায় তাদের সাংগঠনিক ধারা ও আন্দোলনে গুণগত পরিবর্তন সূচিত হতে যাচ্ছে। দেশের শিক্ষক ও কর্মচারীদের ১১টি সংগঠন নিয়ে গঠিত জাতীয় শিক্ষক কর্মচারী ফ্রন্ট ১৪ জুলাই সংবাদ সম্মেলন করে যে ১১টি দাবি উপস্থাপন করেছে তা উল্লেখযোগ্য : ১. সরকারি শিক্ষক কর্মচারীদের ন্যায় বেসরকারি শিক্ষক কর্মচারীদের ৫% প্রবৃদ্ধি, বৈশাখী ভাতা, পূর্ণাঙ্গ উৎসব ভাতা ও পূর্ণাঙ্গ চিকিৎসা ভাতা, পূর্ণাঙ্গ বাড়ি ভাড়া ও পূর্ণাঙ্গ পেনসন প্রদান। ২. অনুপাত প্রথা বিলুপ্ত করে সরকারি কলেজ/স্কুল শিক্ষকদের ন্যায় বেসরকারি কলেজ শিক্ষকদের সহকারী অধ্যাপক, সহযোগী ও অধ্যাপক পদে পদোন্নতি এবং টাইম স্কেল প্রদান। ৩. কল্যাণ ট্রাস্ট ও অবসর সুবিধা বোর্ডের অতিরিক্ত চাঁদা কর্তন অবিলম্বে প্রত্যাহার। ৪. এমপিও শর্তপূরণকারী নন এমপিও শিক্ষকদের এমপিওভুক্তি। ৫. কর্মচারীদের চাকরি বিধি বাস্তবায়ন। ৬. ইউনেস্কোর সুপারিশ ২০১৬ মোতাবেক প্রতিষ্ঠান প্রধানদের পরিচালনা পরিষদের সভাপতি করে বিধিমালা সংশোধন। ৭. অনার্স শিক্ষকদের এমপিওভুক্তি কোড সমস্যার সমাধান, স্তর বিন্যাসের নামে ৯ মে/১৭ এর পরিপত্র অবিলম্বে বাতিল ও বেসরকারি প্রধান শিক্ষকদের সরকারি প্রধান শিক্ষকদের ন্যায় স্কেল প্রদান। ৮. কারিগরি ও সাধারণ শিক্ষায় বৈষম্য দূর। ৯. পরীক্ষা পদ্ধতির সংস্কার। ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষা উপকরণের দাম কমানো। ১০. শিক্ষানীতি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে শিক্ষায় বরাদ্দ বৃদ্ধি। ১১. এসডিজি-৪ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে শিক্ষকদের পেশাগত দক্ষতা ও মর্যাদা উন্নয়নের মাধ্যমে শিক্ষার মানোন্নয়ন করতে হবে।

দিবসটি জাতীয়ভাবে উদযাপন

২০১১ সাল থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যকে পৃষ্ঠপোষক করে বিভিন্ন শিক্ষক সংগঠন, ইউনেস্কো, ইউনিসেফ, আইএলও, একশনএইড ও সেভদি চিলড্রেনসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক এবং গণসাক্ষরতা অভিযান, ব্লাস্ট, আহছানিয়া মিশন, এর মতো জাতীয় এনজিওদের নিয়ে গঠিত বিশ্ব শিক্ষক দিবস জাতীয় উদযাপন কমিটি আয়োজিত কর্মসূচিতে শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও তাদের অভিভাবকরা অংশ নিয়ে আসছেন। কর্মরত ও অবসরপ্রাপ্ত কৃতী শিক্ষকদের সম্মাননা দান যেমন এসব কর্মসূচিতে থাকে, একই সঙ্গে শিক্ষকগণ প্রতিজ্ঞাপত্র পাঠ করে থাকেন। গত বছর প্রতিজ্ঞাপত্রে ছিল: ১. শিক্ষার মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে শিক্ষকদের পাঠদান উন্নয়ন। ২. শুদ্ধ উচ্চারণে পাঠদান। ৩. শ্রেণীকক্ষে ছাত্রছাত্রীদের যথাযথ পাঠদানের মাধ্যমে গাইড বই, নোট বই থেকে বিরত রাখা। ৪. ছাত্র ছাত্রীদের মধ্যে জানার আগ্রহ ও ঔৎসুক্য উৎসাহিত করতে তাদেরকে প্রশ্ন করার সুযোগ দান। ৫. ছাত্র-ছাত্রীদের শারীরিক শাস্তি দান থেকে শিক্ষকদের বিরত থাকা। ৬. প্রতিষ্ঠানে ছাত্রী উত্ত্যক্তের নামে যৌন নির্যাতন প্রতিরোধে অভিভাবকদের নিয়ে ঐক্যবদ্ধ পদক্ষেপ গ্রহণ। ৭. মোবাইল ফোন বন্ধ রেখে শ্রেণীকক্ষে পাঠদান। ৮. দীর্ঘদিন শ্রেণীকক্ষে অনুপস্থিত ছাত্রছাত্রীদের অনুপস্থিতির কারণ অনুসন্ধানে অভিভাবকের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন / অভিভাবকের সম্মতি নিয়ে অনুপস্থিত শিক্ষার্থীর বাস ভবনে গমন। ৯. ছাত্রছাত্রীদের জ্ঞান চর্চা, পাঠ্যপুস্তকের মধ্যে সীমিত না রেখে সহ-পাঠক্রমিক কার্যক্রম, ক্রীড়া ও সংস্কৃতি চর্চায় অংশগ্রহণে উৎসাহ দান। ১০. শতভাগ স্বাক্ষরতা অর্জনের জাতীয় কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ। ১১. প্রত্যেক শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীর নিজস্ব ই-মেইল ঠিকানা চালু।

প্রত্যাশা, প্রত্যয় ও প্রতিজ্ঞার এ প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের শিক্ষক সমাজ পালন করবেন বিশ্ব শিক্ষক দিবস ২০১৭। জাতীয় অবস্থান ও বিশ্ব অভিজ্ঞতার সমন্বয়ে অভিভাবক ও তাদের সন্তান শিক্ষার্থী এবং শিক্ষা অনুরাগী ও শিক্ষা সংশ্লিষ্ট সকলকে নিয়ে এ অভিযাত্রায় কাঙ্ক্ষিত সাফল্য অনিবার্য হয়ে উঠুক। বিশ্ব শিক্ষক দিবস অমর হোক।

[লেখক : বিশ্ব শিক্ষক দিবস জাতীয় উদযাপন কমিটির সমন্বয়ক, জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটির সদস্য]
principalqfahmed@yahoo.com